তারিখ: 14 NOV. 2015
পৃষ্ঠা: ১০ কলাম: ১

প্রথম আলো

editorial@prothom-alo.info

শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ!

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চলবে কীভাবে?

বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের একক কর্তৃত্ব ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে রাখা শিক্ষার মানে ধস নামার অন্যতম কারণ। মানসম্মত শিক্ষা দিতে হলে মানসম্মত শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি মেধাবী প্রার্থী খুঁজে বের করার চেয়ে ব্যক্তিতোষণ, ডোনেশন এবং উৎকোচ-বাণিজ্যেই ব্যস্ত থাকে বলে অভিযোগ আছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কমিটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে হওয়ায় তাঁর কথাই চূড়ান্ত হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে দলীয়করণ জেঁকে বসেছে প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শিক্ষকেরাও পাঠদানের চেয়ে কমিটিকে তুষ্ট রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সংশ্লিষ্টদের মাঝে স্বস্তি লক্ষ করা গিয়েছিল। কিন্তু দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত করে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকবে বলে যে আদেশ জারি করা হয়েছে, তা আমাদের হতাশ করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তটি ভালো হলেও একটি মহল চাইছে না যে এটি কার্যকর হোক। সংসদের আলোচনায় জানা গেল, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সরকারের এই সিদ্ধান্তে নাখোশ। কেননা তাঁরাই এলাকার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান।

এ কথা ঠিক যে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু তার প্রতিকার তো নিয়োগ বন্ধ রাখা নয়। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ খালি আছে। নিয়োগ বন্ধ রাখলে পাঠদান করবেন কে? জানুয়ারিতে নতুন শিক্ষাবছর শুরু হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন বই দেওয়া হবে। কিন্তু শিক্ষক না থাকলে শিক্ষার্থীরা কার কাছে পাঠ নেবে?

আমরা মনে করি, কোনো মহলের চাপের কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতিস্বীকার করা উচিত হবে না। সৎ ও মেধাবীদের শিক্ষকতায় নিয়ে আসতে শিক্ষক নিয়োগপদ্ধতি পরিবর্তনের বিকল্প নেই।

ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ শিক্ষক নিয়োগ নয়, নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকেরা ঠিকমতো পাঠদান করছেন কি না, সেটি তদারক করা।